চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস, পরীক্ষা স্থগিত

চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ২০২৭ সালের এসএসসি নির্বাচনি (টেস্ট) পরীক্ষার বাংলা প্রথমপত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় সোমবার (২৬ অক্টোবর) নির্ধারিত বাংলা পরীক্ষা স্থগিত করেছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

অভিযোগ উঠেছে, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনের একটি ফটোকপির দোকান থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্রটি বিক্রি করা হয়েছে। তবে এ ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘটনার সত্যতা উদ্ঘাটনে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এ.বি.এম. খালিদ হোসেন সিদ্দিকীকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত রবিবার রাতে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনের একটি দোকান থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর সোমবার সকালে পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়ে সহকারী কমিশনার মির্জা শহিদুল ইসলাম ওই দোকানে অভিযান চালান।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক ও বিদ্যালয়ের সভাপতি লুৎফুন নাহার বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শন শেষে তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা সভা করে পরীক্ষা কমিটির সব সদস্যকে শোকজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ রেজাউল করিম জানান, স্থগিত হওয়া বাংলা পরীক্ষাটি আগামী শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আরও বলেন, ‘ঘটনার সঙ্গে কোনো শিক্ষক জড়িত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধেও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার বলেন, ‘প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিন সদস্যের

তদন্ত কমিটিকে আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।’

গাংনী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে শীতকালীন পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

গ্রামবাংলার শীতের আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে। আর সেই ঐতিহ্য হচ্ছে গ্রামবাংলার মায়েদের হাতের পিঠাপুলির। শীত এলেই পিঠাপুলি খাওয়ার ধুম পড়ে যায় বাংলার প্রতিটি গ্রামে গ্রামে। সেই পিঠাপুলির মধুর ঘ্রাণেই মুখরিত মেহেরপুরের গাংনী সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ।

আজ বুধবার বিদ্যালয় মাঠে সকাল ১০টার সময় শুরু হয়েছে পিঠা উৎসব। গাংনী সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থীরা যৌথ ভাবে এ উৎসবের আয়োজন করেছে।

সকালে ঢাক-ঢোলের বাদ্যের সঙ্গে বর্ণিল বেলুনের সাজে ফিতা কেটে দিনব্যাপী এ উৎসবের উদ্বোধন করেন,মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য আবু সালেহ মোহাম্মদ নাজমুল হক সাগর।

পিঠা উৎবস পরিদর্শন করেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক,গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রিতম সাহা,সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম,থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) তাজুল ইসলাম প্রমুখ।

পিঠা উৎসবের আয়োজক গাংনী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান বলেন, গ্রামীণ সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতির প্রধান জায়গা। সেই গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান পিঠাপুলি। এ পিঠাপুলি নিয়ে প্রতিবারের মতো এবারও আমাদের বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পিঠা উৎসব আমাদেরকে সেই শেকড়ের সংস্কৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বলেন, এটা শুধু একটি উৎসব নয়, এটা নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতার মাঝে নির্মল আনন্দের

গ্রামীণ সংস্কৃতির অনন্য এই উপাদান পিঠা উৎসব নতুন করে জানান দেয় বিদেশি খাবারের মধ্যেও গ্রামীণ নারীদের হাতের তৈরী পিঠা পুলির স্বাদ এখনও অটুট রয়েছে। শিক্ষার্থীরা তাদের মায়ের সাথে বসে পিঠা তৈরী করেছে। এতে নতুন প্রজম্নের কাছেও নাম না জানা পিঠা পুলি পরিচিতি পাচ্ছে। এমন আয়োজন বারংবার ফিরে আসুক গ্রামবাংলার প্রতিঠি ঘরে ঘরে।